যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৬৫১

১/ বিবিধ

আরবী

من أدهن ولم يسم أدهن معه سبعون شيطانا ".
كذب

أخرجه ابن السني (رقم 170) عن بقية بن الوليد: حدثني مسلمة بن نافع: حدثني أخي دويد بن نافع القرشي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا، على إعضاله، فإن دويد بن نافع من أتباع التابعين روى عن عروة بن الزبير ونحوه. قال الحافظ في " التقريب ": " مقبول ". يعني عند المتابعة، وإلا فهو لين الحديث كما نص عليه في المقدمة. وأخوه مسلمة لم أجد له ترجمة، ولم يترجمه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل ". وبقية مدلس وقد عنعنه، ومن عادته أن يروي عن الضعفاء والمتهمين ثم يدلسهم ويسقطهم من الإسناد، فلعل هذا الحديث أخذه عن بعض الوضاعين ثم أسقطه، ووهم بعض الرواة في هذا الإسناد فقال عنه: حدثني مسلمة ... فإن صح أنه سمعه منه فهو من شيوخه المجهولين
والله أعلم

وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (2 / 305) : " سألت أبي عن حديث رواه الحارث بن النعمان عن شعبة عن مسلمة بن نافع عن أخيه دويد بن نافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ادهن فلم يذكر اسم الله ادهن معه سبعون شيطانا "؟ قال: الحارث بن النعمان هذا كان يفتعل الحديث، وهذا حديث كذب، إنما روى هذا

الحديث بقية عن مسلمة بن نافع
وهاتان فائدتان هامتان من هذا الإمام
الأولى: أن الحارث بن النعمان كان يفتعل الحديث. وهذا مما لا تراه في شيء من كتب الرجال، بل خفي هذا النص على الحافظ الذهبي فقال في ترجمة الحارث هذا من " الميزان " وهو: " الحارث بن النعمان بن سالم الأكفاني " قال: " صدوق "! وأقره الحافظ في " التهذيب " وجزم به في " التقريب ". والله أعلم
الثانية: الشهادة على هذا الحديث بأنه كذب، وهو حري بذلك

বাংলা

৬৫১। যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ না বলে তেল মালিশ করবে, সত্তরজন শয়তান তার সাথে তেল মালিশ করবে।

হাদীছটি মিথ্যা।

এটি ইবনুস সুন্নী (নং ১৭০) বাকিয়াহ ইবনুল ওয়ালিদ হতে তিনি মাসলামা ইবনু নাফে’ হতে তিনি তার ভাই দুওয়ায়িদ ইবনু নাফে কুরাশী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ দুওয়ায়িদ ইবনু নাফে একজন তাবে তাবেঈ। তিনি উরওয়াহ ইবনুয যুবায়ের হতে বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেনঃ তিনি মাকবুল। অর্থাৎ মুতাবা’য়াতের সময়। তাছাড়া তিনি দুর্বল।

তার ভাই মাসলামার জীবনী কে রচনা করেছেন পাচ্ছি না। ইবনু আবী হাতিম “আল-জারহু ওয়াত-তা’দীল” গ্রন্থে তার জীবনী আলোচনা করেননি।

এ ছাড়া বাকিয়াহ মুদাল্লিস, দুর্বল এবং মিথ্যার দোষে দোষী বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণনা করা হচ্ছে তার অভ্যাস। অতঃপর তিনি তার হাদীছের সনদ হতে তাদেরকে তাদলীস করে ফেলে দিয়েছেন। সম্ভবত তিনি এ হাদীছটি কোন এক জলিকারী হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তাকে সনদ হতে ফেলে দিয়েছেন। এ সনদের কোন বর্ণনাকারী সন্দেহ বশত বলেছেন যে, আমাকে মাসলামা হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। যদি এটি সঠিক হয় যে, তিনি তার থেকে শুনেছেন তাহলে তিনি তার মাজহুল শাইখদের একজন।

ইবনু আবী হাতিম “আল-ইলাল” (২/৩০৫) গ্রন্থে বলেনঃ আমি আমার পিতাকে যে হাদীছটি হারিস ইবনু নুমান শুবা হতে তিনি মাসলামা ইবনু নাফে’ ... হতে বর্ণনা করেছেন সেটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেনঃ এই হারিস ইবনু নুমান হাদীছ বানাতেন। এ হাদীছটি মিথ্যা। বাকিয়াহ হাদীছটি মাসলামা ইবনু নাফে" হতে বর্ণনা

করেছেন। অথচ তা হাফিয যাহাবী এবং হাফিয ইবনু হাজারের নিকট লুক্কায়িতই রয়ে গেছে।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71530

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন